বছর হিসেবে ২০০২ সালটিও অন্যগুলোর মত ৩৬৫ দিনের। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিদিন পৃথিবী যেমন উন্নততর হচ্ছে– তেমনি আমাদের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ক্রমবর্ধমান এই চাহিদার আলোকেই আমাদের পেছন ফিরে দেখা।

টেক ট্রান্সফার ২০০২ বাংলাদেশ সম্মেলন

‘টেকনোলজী দা সলিউশন’ শ্লোগানকে সামনে রেখে ১৮-২০ জানুয়ারী ২০০২ হোটেল সোনারগাঁও-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল টেক-ট্রান্সফার ২০০২ বাংলাদেশ সম্মেলন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন টেক বাংলার উদ্যোগে প্রবাসী বাংলাদেশী বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়ীদের প্রযুক্তি বিষয়ক এই সম্মেলনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল Bangladesh needs 'technology, not charity' for fighting poverty।
সম্মেলনের ৩ দিনে ৩টি ট্রাকে বিভক্ত করে মোট ১২টি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং বেশকিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয় সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এন্ড ন্যাশনাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, পলিসি ইস্যুজ, টেকনোলজী অপশনস ইন এগ্রো বায়োটিক, স্টাটিং ইউর ওউন বিজনেস, ই-গভর্নেন্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, সাকসেসফুল ম্যানেজমেন্ট অফ বিজনেস, আইসিটি মার্কেটিং এন্ড প্রমোশন, বাংলা ফর আইসিটি, ইম্পিলিকেশন অব ডব্লুটিও রাইম ফর ট্রান্সফার অফ টেকনোলজী টু ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, এন্টারপ্রিনিয়রাল সাকসেস স্টোরিজ, টেকনোলজি অপশনস ইন গ্যাস এন্ড এনার্জি, ফিনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট। সম্মেলনের সহ-আয়োজক ও সহ-স্পন্সর হিসেবে ছিলেন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ইউএন এপিসিটিটি, ইপিবি, বেসিস ও বিসিএস।

বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০২

ICT Revolution is the economic emancipation শ্লোগান নিয়ে ২৪-৩০ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশের বৃহত্তম কম্পিউটার মেলা বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০২। মেলার উদ্বোধনে প্রথমবারের মত দেশের প্রধানমন্ত্রীর আগমন এই মেলাকে দিয়েছিল নতুন মাত্রা। সেই সাথে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মোট ১৪ জন মন্ত্রী। এই মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায় যখন ২৪ মার্চ উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে বর্ধিত করেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এ। ১২৩টি প্রতিষ্ঠানের ১৮০টি স্টলের মধ্যে এই প্রথমবারের মত সরাসরি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের স্টল ছিল। পাশাপাশি ইন্টেল, এইচপি ও স্যামসাং-এর মত বিদেশী স্পন্সরও ছিল এই মেলায়। প্রথমবারের মত চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই মেলার টিকেটের মূল্য ছিল ২০ টাকা যা পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। মেলায় প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি চমৎকার ফ্রি সাইবার ক্যাফে ছিল। যথারীতি মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন পণ্যে আকর্ষণীয় ছাড় বা ফ্রি গিফট দেয়া হলেও মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারেনি বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ছিল এই মেলায়।

উইন্ডোজ এক্সপি’র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বাংলাদেশে মাইক্রোসফট

২০ এপ্রিল, ২০০২ হোটেল সোনারগাঁওয়ের বলরুমে মাইক্রোসফট কর্পোরেশন (ভারত) আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে সফটওয়্যার জয়েন্ট মাইক্রোসফটের সর্বশেষ অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ এক্সপি’র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে বাংলাদেশে আসেন মাইক্রোসফট ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক ম্যানেজার (পূর্ব) অভিজিৎ দাস, টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট অলোক বি.লাল এবং মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হরিষ ভি হরিহরণ। এছাড়াও মাইক্রোসফটের অনুষ্ঠানের স্পন্সর হিসেবে আরো আসেন কমপ্যাক ও হিউলেট-প্যাকার্ডের সিনিয়র এক্সিকিউটিভবৃন্দ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মাইক্রোসফটের এ ধরনের আয়োজন এটাই ছিল প্রথম।

বাজেট ২০০২-২০০৩ ঃ অস্থিরতা ও বিশৃংখলা

৬ জুন, ২০০২ অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান তার খসড়া বাজেটে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশের উপর বিদ্যমান ৩% অগ্রিম আমদানী কর বিলুপ্ত করে ৭.৫% করের প্রস্তাব করে। যা নিয়ে সারাদেশের আইটি বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। দেশের সমস্ত আইটি ভেন্ডররাই বাজেট পাসের পূর্বেই পুরনো স্টকের উপর ৩% অগ্রিম আমদানী কর, ৭.৫% নূতন করসহ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ১০.৫% থেকে ১২.৫% মূল্য বৃদ্ধি করে। এসময় বাজারে মূল্য নিয়ে চরম বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। বিসিএস, বেসিস এমনকি এফবিসিসিআই পর্যন্ত এই কর প্রত্যাহারে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন চাপের মুখে এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে ২৯ জুন, ২০০২-এ যে চূড়ান্ত বাজেট পাস করা হয় তা থেকে অর্থমন্ত্রী ২ বছরের জন্য এই কর প্রত্যাহার করে নেয়।

দেশের প্রথম ই-কমার্স ভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল ঃ বিজিএমইএ

২ জুলাই, ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ তৈরী পোশাক প্রস্তুকারক ও রফতানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ)’র উদ্যোগে দেশের প্রথম ওয়েব পোর্টাল ও ই-কমার্স সাইট www. bangladeshgarments. info উদ্বোধন করা হয়। দেশের প্রথম এই ই-কমার্স সাইটটি উদ্বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এই ওয়েব পোর্টালটি তৈরী করেছেন বাংলাদেশী মালিকানাধীন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ই-ভাস্ত্রা কর্পোরেশন ও স্থানীয় ডাটাসফট সিস্টেমস (বাংলাদেশ লিমিটেড)। এই পোর্টালে বিজিএমইএ’র সদস্য সাড়ে ৩ হাজার গার্মেন্টেসের যাবতীয় তথ্য থাকছে যা থেকে বিদেশীরা এসব গার্মেন্টেসের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করে সরাসরি পোর্টালের মাধ্যমেই কাজের অর্ডার দিতে পারবে।

সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্কে বাংলাদেশ

বহু প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখে সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের ১৩তম সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের আরো ১২টি দেশের সাথে বাংলাদেশও স্বাক্ষর করে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-এ। এই ১২টি দেশ হলো ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদী আরব, মিসর ইটালি ও ফ্রান্স। অত্যাধুনিক ডিডব্লিউডিএম প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ ক্যাবলের প্রস্তাবিত ডিজাইন ধারণ ক্ষমতা সেকেন্ডে ১.২৮ টেরাবিট। এবং এর ব্যান্ডউইডথ পরেও বাড়ানো সম্ভব। ২০০৪ সাল নাগাদ এই প্রকল্পটি সার্ভিস প্রদানের জন্য প্রস্তুত হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশা করছেন।

জমজমাট মেলা সিটি আইটি-২০০২

শেরে বাংলানগরস্থ আইডিবি ভবন সংলগ্ন বিসিএস কম্পিউটার সিটি আয়োজিত সিটি আইটি-২০০২ মেলা অনুষ্ঠিত হয় ১০-২০ অক্টোবর। দশদিনের এই মেলায় মার্কেটের স্থায়ী ১৪০টি কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মোট ২৩০টি কোম্পানী অংশগ্রহণ করে। মেলায় ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য সব দোকানেই ছিল ডিসকাউন্ট, ফ্রি উপহার ও টি-শার্ট। আয়োজকদের আশার চেয়েও এই মেলায় দর্শক সমাগম ছিল বেশী। মেলাকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রতিদিনই মেলার অভ্যন্তরে স্থায়ী মঞ্চে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং প্রতি ইভেন্ট শেষে কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। কুইজে বিজয়ীদের তাৎক্ষণিকভাবে পুরস্কৃতও করা হয়। এছাড়াও মেলার তৃতীয় তলায় একটি ব্রাউজিং সেন্টার ছিল যা ছিল অনেকের কাছেই প্রধান আকর্ষণ। তবে সিটি আইটির মেলায় পাইরেটেড সফটওয়ারের ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ না থাকায় দেদারসে বিক্রি হয় পাইরেটেড সফটওয়্যারের সিডি। তাছাড়া মেলায় প্রতিদিন একটি করে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বেসিস সফটএক্সপো-২০০২

নাম পরিবর্তন করে বড় পরিসরে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) আয়োজন করে বেসিস সফটএক্সপো-২০০২। ২৬ অক্টোবর ৪ দিন ব্যাপী এই সফটওয়্যার মেলার উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। মেলাটি ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. আব্দুল মইন খান। এই মেলায় বেসিসের ৮৫টি সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪১টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এই মেলায় প্রচুর বিজনেস সলিউশনের পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া সিডি, ওয়েব সাইট, নতুন বাংলা কী-বোর্ড প্রদর্শিত হয়। এই মেলায়ও প্রতিদিনই বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়-যার বক্তারা প্রায় সবাই ছিলেন বিদেশী। তাছাড়া এসব সেমিনারের রেজিস্ট্রেশন ফি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে এতে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি।

অবশেষে আইসিটি নীতিমালা

৭ অক্টোবর তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেয়েছে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা। আইসিটি সংশ্লিষ্টমহলের বহুদিনের এক প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে এই নীতিমালার ফলে। কিন্তু নীতিমালায় কপিরাইট আইনের প্রয়োগ, সাইবার ল’, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন পাস, হাইটেক পার্ক ও আইটি ভিলেজ স্থাপন, স্কুল-কলেজে কম্পিউটার প্রদান, আইসিটি শিক্ষার প্রমিতকরণ, ইগভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু করা, টেলিকম ডিরেগুলেশন করা, সফটওয়্যারের আভ্যন্তরীণ বাজার তৈরী নিয়ে সুস্পষ্ট কোন লক্ষ্যমাত্রা নেই বলে অভিযোগ রয়েছে।

সফটওয়্যার শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় আইসিটি ইনকিউবেটর

প্রস্তাবিত তারিখের ঠিক ১ মাস পর গত ১ নভেম্বর ২০০২ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে ঢাকার কারওয়ান বাজারের বিএসআরএস ভবনে দেশের প্রথম আইসিটি ইনকিউবেটরটি উদ্বোধন করা হয়। প্রায় ৭০ হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই ইনকিউবেটরে দেশের সফটওয়্যার নির্মাতা ও আইসিটি সেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো জায়গা ভাড়া নিতে পারবে। আর এই ইনকিউবেটরের ব্যবস্থাপনায় সরকারীভাবে নিযুক্ত হয়েছে বেসিস। এতে প্রতি বর্গফুট জায়গার জন্য ভাড়া দিতে হবে ১৫ টাকা করে। তবে ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০০ বর্গফুট জায়গা নিতে হবে। এই ইনকিউবেটরে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য রয়েছে নিজস্ব স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর। এছাড়া ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধাসহ ২১ এমবিপি এস ডাউনলিঙ্ক ও ২৫৬ কেবিপিএস আপলিঙ্ক গতির ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে এই ইনকিউবেটরে।
নানা চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে আমাদের এগিয়ে চলা। ২০০২ সালও তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। আশা করতে পারি ২০০৩ সালও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে সাফল্য ব্যর্থতার হিসাবে সাফল্যের পাল্লাই ভারী হোক এটাই সবার প্রত্যাশা।

❑ গ্রন্থনাঃ মোঃ মারুফ হোসেন